# দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের ফোনে মোমোর থাবা

**অনিমেষ প্রামানিক, তমলুক ঃ** বেশ কয়েকদিন আগে ব্লু-হোয়েল নামে একটি মারণ গেম সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক উদ্বেগের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। এর ঠিক এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হাজির হয়েছে মোমো নামে এক মারণ গেম। এই গেম সাধারণত হোয়াটস্ অ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী ছাত্রদের কাছেই এই গেমের লিঙ্ক বেশি পৌঁছায়। যার এক অন্যতম উদাহরণ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের ঘাদশ শ্রেণির ছাত্র তুহিন শুভ আণ্ডয়ান। গত ১৮ আগস্ট অর্থাৎ গত শনিবার রাত্রি এগারোটা ষোলো মিনিট নাগাদ ওই ছাত্রের স্মার্টফোনে হোয়াটস্ অ্যাপের মাধ্যমে মোমো গেমের একটি ম্যাসেজ আসে। এরপর সেই ছাত্রটি ম্যাসেজের কোনও রিপ্লাই না দেওয়ায় আপনা আপনি ওই ছাত্রকে ব্লক করে দেয় মোমো কর্তৃপক্ষ। এরঠিক কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর এক বংলা দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে ওই ছাত্রের চোখে পড়ে মোমো চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে উদ্ভবকদের এক ছাত্রের মৃত্যুর খবর। এরপর ওই ছাত্রটি নড়েচড়ে বসে এবং সমগ্র ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানায় পরিবার কর্তৃপক্ষকে। ঘটনায় ওই ছাত্রের পরিবার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মহিষাদল থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করতে যান। মহিষাদল থানার পুলিশ ওই ছাত্রের পরিবারকে সমগ্র বিষয়টি নিয়ে জেলা সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করবার জন্য জানিয়ে দেন। এখন ওই ছাত্রের পরিবার কর্তৃপক্ষ জেলা সাইবার সেলের দারস্থ হতে চলেছেন। জানা গেছে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যহিহলি হাইস্কুলের ঘাদশ শ্রেণির ছাত্র তুহিন শুভ আণ্ডয়ান। সে পড়াশোনার পাশাপাশি একটি দৈনিক সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সাংবাদিকতার কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফলে তুহিনের কাছে স্মার্টফোন ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে বহুদিন ধরে স্মার্টফোন ব্যবহার করে আসছে। তবে এই ধরনের মারণগেমের লিঙ্ক কোনদিনই আসেনি তার ফোনে। প্রথমবার এই ধরনের লিঙ্ক দেখে আতঙ্কগ্রস্থ এই ছাত্র সাংবাদিক। শনিবার আতঙ্কগ্রস্থ তুহিন জানান, কয়েকদিন আগে আমি ব্লু-হোয়েল গেমের নাম শুনেছি কিন্তু তা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করিনি। এর ঠিক পরেই মোমো নামের এক মারণ গেম বাজারে বেশ বিস্তার লাভ করে। যার লিঙ্ক এসেছিল আমার নিজের ফোনে। ফলে এই ধরনের মারণ গেম ভবিষ্যতে আর যাতে বিস্তার না লাভ করে আমি প্রশাসনের কাছে সেই আবেদন জানাই। অপরদিকে শনিবার তমলুকের বাসিন্দা একদল ছাত্র ও যুবকদের হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপে আপনা থেকেই মোমো নাম দিয়ে একটা নম্বর যুক্ত হয়ে যায়। ঘটনাটা দেখে এই হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাম্রলিপ্ত পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের রতনালীর বাসিন্দা মনমোহন ঘোষ জানিয়েছেন, সকাল থেকেই নিজে থেকে গ্রুপে জুড়ে যাওয়া এই মোমো নামের নম্বর থেকে একের পর এক মেসেজ আসায় তাঁরা সকলেই আতঙ্কিত। ৫০ জনের বেশি সদস্যের এই গ্রুপ রাখবে, না বন্ধ করে দেওয়া হবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে বলেও জানান মনমোহন। এই বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার ভি সলোমন নিশা কুমার জানিয়েছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই, যাদের কাছে এই মেসেজগুলো এসেছে তাদের থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে। জেলার সাইবার ক্রাইম বিভাগ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে।

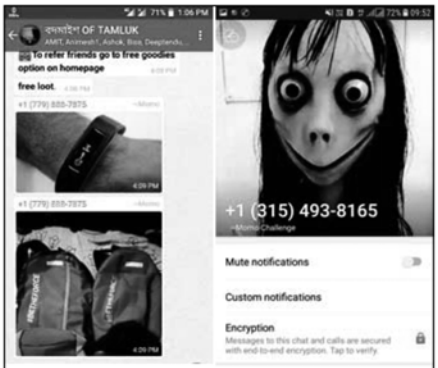

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের পদুমবসান হারাধন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা শনিবার গাছে রাখি বেঁধে দিনটি উদ্‌যাপন করল।

## রাখিবন্ধনে মিড ডে মিলে ইলিশ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ** শনিবার ছিল রাখিবন্ধন। বিদ্যালয়ের ক্ষুদে পড়ুয়ারা শিক্ষকদের হাতে বেঁধে দিয়েছে রাখি। প্রত্যুত্তরে তাদের আশীর্বাদ করে দুপুরে মিড ডে মিলের খাবারে ইলিশ মাছের তরকারি সহ ভূরিভোজের ব্যবস্থা করলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দিঘা চক্রের মিজাঁপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আর ময়নার রামাকৃষ্ণ রাশেশ্বর বিদ্যামন্দিরে এই আয়োজন করা হয়। মিজাঁপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু কুন্ডু বলেন, আমরা এদিন স্কুলের মিড ডে মিলে সামান্য পরিবর্তন আনতে পেরে খুশি। এই সময় ইলিশের দাম অনেকটাই কমেছে। তাই স্কুলের চারজন শিক্ষক মিলে পকেট থেকে টাকা খরচ করে মিড-ডে-মিলে এই মাছ পড়ুয়াদের খাইয়েছি। জানা গেছে, আয়োজন

ছিল এলাহি। ভাত, ডাল, তরকারি, ইলিশ মাছের তেলঝাল, চাটনি, পায়েস। সঙ্গে বাড়তি আইসক্রিম। স্কুলে পড়ুয়াদের সংখ্যা ৮২। এদিন উপস্থিত ছিল সকলেই। স্বাভাবিকভাবেই খুশি দেবাশিষ দোলাই, মৃণাল জানা, সোমা মাইতি, মৌমিতা রানার মতো পড়ুয়ারা। দেবাশিষের কথায়, প্রতিদিন মিড-ডে-মিলে খিচুড়ি দেওয়া হয়। এদিন ইলিশ মাছ ছিল, খুব মজা হয়েছে। অপরদিকে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ জন পড়ুয়াকে এদিন দুপুরে ইলিশ মাছের তরকারি সহ খাবার খাওয়ানো হয়। বিদ্যালয়ের থেকে জানা গেছে, নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরাও এদিন মিড-ডে-মিলের ভূরিভোজে যোগ দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, মিড-ডে-মিল অষ্টম শ্রেণি অবধি খাওয়ানো হয়।

## রক্তদান শিবির ও রাখিবন্ধন পালন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ** পরমানন্দপুর ৎনং অঞ্চল তৃণমূল অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শনিবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও কৃতী ছাত্রছাত্রী, গুণিজন সম্বর্ধনা এবং রাখি বন্ধন উৎসব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ সাজাহান আলি, পরমানন্দপুর অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান মৃণালকান্তি সামন্ত, সমাজসেবী সুব্রত মালাকার, সমাজসেবী সুদর্শন জানা সহ বিশিষ্টরা।

## কোলাঘাটে রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের দেউলিয়া বাজারে শনিবার রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ছোটদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। প্রায় ১০০ ক্ষুদে শিল্পীরা অংশ নেয় এই প্রতিযোগিতায়। বিজেপি নেতৃত্বদের দাবি, এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগে।

# শিশুমৃত্যুতে চিকিৎসকদের মারধর, কর্মবিরতি

**দুর্গাপদ মিশ্র, হলদিয়া ঃ** হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে রোগীর বাড়ির লোক কর্মীদের মারধরের ঘটনায় শনিবার সকাল থেকে কর্মবিরতির ডাক দিল হাসপাতালের চিকিৎসকরা। পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। জানা যায়, শুক্রবার রাতে তিনদিন বয়সী একটি শিশুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের মারধর করা হয়। আর তারপর থেকে চিকিৎসকরা তাঁদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে শনিবার সকাল থেকে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত না করা হলে কর্মবিরতিতে অনড় থাকবেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা। হলদিয়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে একটি সুষ্ঠু মিমাংসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে পরিষেবা চালু করা হবে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে সুতাহাটা

কৃষ্ণনগর এলাকার একটি তিনদিন বয়সী শিশুকে অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শুরুর এক ঘন্টার মধ্যে মারা যায় শিশুটি। তারপর পরিবারের লোকেরা মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ছুটে আসে হলদিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্যামল আনক ও চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলর আজিজুল রহমান, স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ দাস, সমাজসেবী আরমান ভোলা প্রমুখ। এঁদের উপস্থিতিতে দুর্গাচক থানার পুলিশ এবং ডাক্তারদের নিয়ে বৈঠক হয়। আগামী সপ্তাহে পুনরায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা হবে বলে জানান চেয়ারম্যান শ্যামল আনক। জানা গেছে, চিকিৎসকদের এই কর্মবিরতির সমর্থনে হাসপাতালের বাইরে থাকা ঔষধের দোকান বন্ধ রেখে সহমত দেখাল সেই সকল দোকানের ব্যবসায়ীরা।

## বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হোটেল কর্মীর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির একটি হোটেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল হোটেলের এক কর্মী যুবক। মৃত যুবকের নাম গৌরব পাল (১৮)। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত গৌরভের বাড়ি খেজুরি থানার কলাগেছিয়া গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কাঁথি রূপশ্রী বাংলো নামে একটি হোটেলের কাজ করত গৌরব। শনিবার সকালে সুইচ দিকে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। অন্যান্যরা জানতে পেরে তাকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কাঁথি হাসপাতালে চিকিৎসক গৌরবকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কাঁথি থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এই মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কাঁথি থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## মদ্যপ সিভিকের গড়াগড়ি, ছবি করতে গিয়ে আক্রান্ত সংবাদ মাধ্যমের কর্মী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেছেদা ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেছেদা রেল স্টেশনের ওভারব্রিজে মদ্যপ অবস্থায় গড়াগড়ি খেলো এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। আর সেই ঘটনার ছবি করতে গিয়ে পুলিশের রোষের মুখে পড়তে হল বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের এক কর্মীকে। ধাক্কাধাক্কির পর জোর করে তাঁর

এন্ড্রোয়েড মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় নিত্য যাত্রীদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে ফোন ফেরত দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। ইউইনফর্মে থাকা এক সিভিক ভলেন্টিয়ার শুক্রবার রাত প্রায় ১১টা ১০ মিনিট নাগাদ রেল স্টেশনের ওভার ব্রিজের ওপরে মদ্যপ অবস্থায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল। সেই সময় ট্রেন থেকে নেমে বাস ধরার জন্য যাচ্ছিল এক সংবাদ মাধ্যমের কর্মী। ঘটনাটি দেখতে পেয়েই দ্রুত ছবি তুলতে শুরু করেন তিনি। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে একদল পুলিশ কর্মী ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে উদ্ধারে জন্য আসে। প্রায় অচেতন অবস্থায় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে এক প্রকার চ্যাংদোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

আর এই ভিডিওটি রেকর্ড করা শুরু করতেই পুলিশ কর্মীদের রোষে পড়েন সংবাদ মাধ্যমের কর্মী। তবে এই ঘটনায় পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

# বাবা-ছেলের ঘোরাঘুরি, ছেলেধরা সন্দেহে মারধর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার পায়রাচালি গ্রামে ছেলেধরা সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গাছে বেঁধে গণপিটুনি দিল এলাকাবাসী। বছর চল্লিশের এক ব্যক্তিকে একটি বছর ১১ বয়সের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ইতস্তত ঘুরতে দেখা যায় জেলা সদর তমলুক লাগোয়া পায়রাচালি গ্রামে। ইতস্তত‌ভাবে ঘোরাঘুরি করায় এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়। এলাকার মানুষ কথাবার্তা বলে সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে সেই ব্যক্তিটিকে মারধর শুরু করে। পরে একটি গাছে বেঁধে রেখেও মারধর চলতে থাকে। সঙ্গে থাকা কিশোরটিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে সঠিক পরিচয় জানতে পারেনি স্থানীয় মানুষজন। পরে তমলুক থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও উত্তেজিত জনতার কাছ থেকে বালক ও ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করে আনে। পুলিশ আটক দুজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে সঠিক পরিচয় ও এই এলাকায় আসার উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা করছে। গণপিটুনির জন্যও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেও এখন পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করেনি পুলিশ। পুলিশের এক সূত্র থেকে জানা গেছে, আটক ব্যক্তি সম্পর্কে এই কিশোরের বাবা।

# নেতাকে খুনের চেষ্টার পৃথক কান্ডে গ্রেফতার ৪ বিজেপি কর্মী

**মিলন পণ্ডা, কাঁথি ঃ** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও পটাশপুরে দুটি পৃথক কান্ডে নেতাদের খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার চার বিজেপি কর্মী সমর্থক। কাঁথির ১নং ব্লকের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে কাঁথি থানার পুলিশ তিন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল সুমন মাইতি, সুব্রত ঘোড়াই ও সৌরভ ঘোড়াই। গ্রেফতার তিনজনের বাড়ি কাঁথি থানার হাতিবেড়িয়া গ্রামে। কাঁথি থানা সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় কাঁথি কালতলিয়া এলাকার থেকে মিটিং সেরে মোটর সাইকেল করে বাড়ি ফিরছিলেন কাপসদার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য নন্দ মিশ্র। কাঁথি হাতিবেড়িয়া সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন বিজেপি কর্মী ওই পঞ্চায়েত সদস্যের পথ আটকায়। নন্দ মিশ্রকে বাঁশ দিয়ে মাথায় আঘাত করে। শুধু তাই নয় গলাটিপে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টা করে বেশ কয়েকজন বিজেপি সদস্য বলে অভিযোগ। এরপর পঞ্চায়েত সদস্যের আর্ত চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এলে তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায় ওই বিজেপি কর্মীরা। এরপর নন্দবাবুকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রাই। রাতেই কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নন্দবাবু। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে তিনজন বিজেপি সমর্থককে গ্রেফতার করে। তৃণমূল নেতা নন্দ মিশ্র বলেন, শনিবার রাত্রি ৯টা নাগাদ কয়েকজন যুবক তাঁর পথ আটকে তাঁকে খুনের চেষ্টা করে। কাঁথি থানার আইসি সুনয়ন বাসু বলেন, অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। আইসি আরও বলেন, সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অপরদিকে, পটাশপুরে এক তৃণমূল নেতাকে খুনের চেষ্টা ও তাঁর কাছে থাকা টাকা ছিনতাই করার অভিযোগে এক বিজেপিকর্মী সমর্থককে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার পটাশপুর থানার পুলিশ টোকন গুচ্ছাইতকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত টোকনের বাড়ি পটাশপুর থানার তালছিটকানি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকালে তৃণমূল নেতাকে বাঁশ দিয়ে মারধর করে ও পকেটে থাকা কয়েক হাজার টাকা ছিনতাই করে কয়েকজন যুবক বলে অভিযোগ।

এরপর রাতেই থানার অভিযোগ দায়ের করেন ওই তৃণমূল নেতা। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে। বাকিদের ধরতে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। শনিবার ধৃত চারজনকে কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন নাকচ করে ১৪ দিনের জেলহেফাজতের নির্দেশ দেন।

**'চলো পাল্টাই' পরিবারের পক্ষ থেকে শনিবার রাখিবন্ধন পালিত হল সম্পূর্ণ অন্যভাবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের দক্ষিণ অসুদপুর গ্রামে পথচলতি মানুষদের হাতে রাখি বেঁধে একটি করে চারা গাছ ও চকলেট দেওয়া হয়। রাজীব মুড়া, পুলক মুড়া, সায়ের মুড়া, সনাতন ভঞ্জ প্রমুখের পরিচালনায় এই কর্মসূচি পালিত হয়।**